যায়যায়দিন

তারিখ ... 28 JUN 2008

ভালো কলেজগুলোতে ভর্তির চাপ

সাবীয়া খান

দেশের ভালো কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা কম হলেও শহরের ভালো কলেজে পড়ার মানসিকতা এসব কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করেছে।

এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে সাড়ে ৫২ হাজার শিক্ষার্থী। তাদের প্রায় অর্ধেকেরও বেশি ভালো কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে না। ঢাকার নামিদামি ভালো কলেজে আসনসংখ্যা মাত্র ১০ হাজার। আর ঢাকার বাইরে এ সংখ্যা মাত্র আট হাজার। ভালো কলেজগুলোতে আসনসংখ্যা কম হওয়ায় উদ্বিগ্ন শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা। কিন্তু সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যে ভালো ফলাফল করে ভালো কলেজে ভর্তি হতে হবে- এ মানসিকতা ভালো কলেজগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করছে।

ঢাকা বোর্ডে এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৮ হাজার ৯৩৬ জন। ঢাকার সেরা কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা ১০ হাজার। এর মধ্যে ঢাকা কলেজে আসন সংখ্যা ৮৫০, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ১ হাজার ১০০, নটর ডেম কলেজে ২ হাজার ২০০। আর এবারের এসএসসিতে শীর্ষে থাকা মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে আসনসংখ্যা ১ হাজারের ওপরে। এ কলেজগুলোসহ আরো কিছু নামিদামি কলেজে পৃ ১৫ : ক ৩

ভালো কলেজগুলোতে ভর্তির চাপ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঢাকা বোর্ড ছাড়াও অন্য বোর্ডগুলোর শিক্ষার্থীদের ব্যাপক চাপ পড়বে।

কেবল জিপিএ-৫ নয়, এ বছর বেড়েছে পাসের হারও। জিপিএ-৫ এবং পাসের হার বাড়ার কারণে নামিদামি কলেজগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে আগের চেয়ে এবার আরো বেশি হিমশিম খেতে হবে কলেজ কর্তৃপক্ষকে। ভালো রেজাল্ট করে শহরের ভালো কলেজেই ভর্তি হতে হবে অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের এ মানসিকতা ভালো কলেজগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করছে। এ প্রবণতা রোধ হলে এবং দেশের সব কলেজে শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে পারলে এ ধরনের চাপ সৃষ্টি হবে না বলে মন্তব্য করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

এ বছর জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও বাড়েনি ভালো কলেজের আসনসংখ্যা। এসএসসি পাসের পর যেসব শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে তাদের প্রথম পছন্দই থাকে নটর ডেম কলেজে ভর্তি হওয়া। কিন্তু নটর ডেম কলেজে ভর্তি হতে পারে মাত্র প্রায় ২ হাজার ২০০ ছাত্র। নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা যায়যায়দিনকে বলেন, গত বছর মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে আমরা ৫০টি আসন বাড়িয়েছিলাম। কিন্তু এ বছর আমরা আর আসন বাড়াতে পারবো না। তিনি বলেন, নামিদামি কলেজে ভর্তি হতেই হবে- এমন মানসিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে মানুষের মনে। কিন্তু এখন জেলা শহরে অনেক ভালো কলেজ হয়েছে। তিনি বলেন, মুষ্টিমেয় কলেজ হয়তো জিপিএ-৫প্রাপ্তদের ভর্তি করতে পারবে। তবে দেশের কলেজগুলোর মান বাড়ানো সম্ভব হলে ভালো শিক্ষার্থীদের উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা দিতে অসুবিধা হবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি।

চলতি বছর ঢাকা কলেজে ভর্তি হতে পারবে বিজ্ঞান শাখায় ৪৫০ জন আর মানবিক ও বাণিজ্য শাখায় ২০০ করে মোট ৪০০ ছাত্র। অর্থাৎ এ কলেজে ভর্তি হতে পারবে ৮৫০ ছাত্র। গত বছরও কলেজটিতে ৮৫০ শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছিল। কলেজটির অধ্যক্ষ মোঃ বশিরুল হক যায়যায়দিনকে বলেন, এ বছর রেকর্ডসংখ্যক শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে আমাদের কিছুটা হিমশিম খেতেই হবে।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তার বলেন, আমরা সরকারের ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী ১০ শতাংশে ঢাকা বিভাগের বাইরের ছাত্রী ভর্তি করতে পারবো, এর বেশি নয়। মতিঝিল আইডিয়াল কলেজের আসনসংখ্যা বাড়ানো হবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে অধ্যক্ষ রাশিদা বেগম বলেন, এ ব্যাপারে আমরা এখনো সিদ্ধান্ত নিইনি।

বাংলাদেশ ব্যুরো অফ এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকসের (ব্যানবেইস) তথ্যমতে, সারাদেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে মোট ৩ হাজার ১৫০টি কলেজ রয়েছে। আর এসব কলেজে ভর্তি হতে পারবে প্রায় ছয় লাখ শিক্ষার্থী। ব্যানবেইস পরিচালক আহসান আবদুল্লাহ বলেন, বাংলাদেশে যতো কলেজ রয়েছে সেখানে এ বছর যতো শিক্ষার্থী পাস করেছে তাদের ভর্তি করা সম্ভব। তার কথার সঙ্গে একমত পোষণ করেন ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মনিরুল ইসলাম।

তবে আহসান আবদুল্লাহ বলেন, একথা সত্য যে, কিছু কলেজে শিক্ষার্থী হয়তো ভর্তির জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়বে আবার কিছু কলেজ শিক্ষার্থীই পাবে না। তিনি বলেন, মফস্বলে অনেক ভালো কলেজ থাকলেও তারা মেধাবী শিক্ষার্থী পাচ্ছে না। কারণ সেখানকার ভালো শিক্ষার্থীরা চলে আসবে ঢাকা বা অন্য কোনো শহরের ভালো কলেজে। তিনি বলেন, সরকারের সাপোর্টে বিভিন্ন কলেজে ভালো শিক্ষক, অবকাঠামোগত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সেখানে ভালো শিক্ষার্থী না পাওয়ায় সেসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।